WBCS Main Exam. – 2020 (Question Paper)

Paper - I (Bengali)

BENGALI LETTER WRITING, DRAFTING OF REPORTS, PRECIS WRITING, COMPOSITION AND TRANSLATION

1. নিম্নলিখিত যে কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে আপনার অভিমত কোনো বাংলা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের কাছে অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে পত্রাকারে বিবৃত করুন : (নাম-ঠিকানার পরিবর্তে X, Y, Z লিখুন) অ্যাচিভার্স

(a) **অতিমারি ও কুসংস্কার**

(b) ধর্ম এবং ধর্মান্ধতা

(c) শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব

2. নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে ২০০ শব্দের মধ্যে একটি সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লিখুন : 'অনলাইন শিক্ষা আমাদের কতদূর এগিয়ে দেবে?'

3. নিম্নলিখিত অংশের সারমর্ম লিখুন :

যাঁহারা বাক্যে অজেয়, পরভাষা পারদর্শী, মাতৃভাষা বিরোধী, তাঁহারাই বাবু। যাঁহাদিগের চরণ মাংসাস্থিবিহীন, শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় হইলেও পলায়নে সক্ষম; হস্ত দুর্বল হইলেও লেখনী ধারণে এবং বেতন গ্রহণে সুপটু, চর্ম কোমল হইলেও সাগরপার নির্মিত দ্রব্যবিশেষের প্রহার সহিষ্ণু, তাঁহারাই বাবু। যাঁহারা বিনা উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করিবেন, সঞ্চয়ের জন্য উপার্জন করিবেন, উপার্জনের জন্য বিদ্যাধ্যয়ন করিবেন, বিদ্যাধ্যয়নের জন্য প্রশ্ন চুরি করিবেন, তাঁহারাই বাবু।

4. অনুচ্ছেদটি পাঠ করে তার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন : অ্যাচিভার্স

কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক নামের একটি মোহিনী শক্তি আছে, লোকে সেই নাম শিখিলে স্থানে অস্থানে প্রয়োগ করে। 'গাটাপার্চা' এইরকম একটি মুখরোচক শব্দ। ফাউন্টেন পেন, চিরুনি, চশমার ফ্রেম প্রভৃতি বহু বস্তুর উপাদানকে লোকে নির্বিচারে গাটাপার্চা বলে। গাটাপার্চা রবারের ন্যায় বৃক্ষবিশেষের নির্যাস। ইহাতে বৈদ্যুতিক তারের আবরণ হয়, জলরোধক বার্ণিশ হয়, ডাক্তারি চিকিৎসায় ইহার পাত ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সাধারণত লোকে যাহাকে গাটাপার্চা বলে তাহা অন্য বস্তু। আজকাল যে সকল শৃঙ্গবৎ কৃত্রিম পদার্থ প্রস্তুত হইতেছে তাহার কথা সংক্ষেপে বলিতেছি—নাইট্রিক অ্যাসিড, তুলা ইত্যাদি হইতে সেলুলয়েড হয়। ইহা কাচতুল্য স্বচ্ছ, কিন্তু অন্য উপাদান যোগে রঞ্জিত, চিত্রিত বা হাতির দাঁতের ন্যায় সাদা করা যায়। ফোটোগ্রাফের ফিল্ম, মোটর গাড়ির জানালা, হার্মোনিয়মের চাবি, পুতুল, চিরুনি, বোতাম প্রভৃতি অনেক জিনিসের উপাদান সেলুলয়েড। অনেক চশমার ফ্রেমও এই পদার্থ। রবারের সহিত গন্ধক মিলাইয়া ইবনাইট বা ভলকানাইট প্রস্তুত হয়। বাংলায় ইহাকে 'কাচকড়া' বলা হয়। যদিও কাচকড়ার মূল অর্থ কাছিমের খোলা। ইবনাইট স্বচ্ছ নয়। ইহা হইতে ফাউন্টেন পেন, চিরুনি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। আরও নানাজাতীয় স্বচ্ছ বা শৃঙ্গবৎ পদার্থ বিভিন্ন নামে বাজারে চলিতেছে, যথা—সেলোফোন, ভিসকোস, গ্যালালিথ ব্যাকেলাইট ইত্যাদি। এগুলির উপাদান ও প্রস্তুতপ্রণালী বিভিন্ন। নকল রেশম, নকল হাতির দাঁত, নানারকম বার্ণিশ, বোতাম, চিরুনি প্রভৃতি বহু শৌখিন জিনিস ওই সকল পদার্থ হইতে প্রস্তুত হয়। অ্যাচিভার্স

(a) গাটাপার্চা কী? এর উপকারিতা কোথায় কোথায় দেখা যায়?

(b) সেলুলয়েডের উৎস কী? আমাদের জানা কোন কোন জিনিস সেলুলয়েড দিয়ে তৈরি হয়?

(c) ভলকানাইট কীভাবে তৈরি হয়? এটি কিরকম পদার্থ? এর বাংলা অর্থ পরিস্ফুট করো।

(d) বৈজ্ঞানিক নামের মোহিনী শক্তির অপপ্রয়োগে কী হয়?

5. নিম্নলিখিত অংশটির বঙ্গানুবাদ করুন : অ্যাচিভার্স

That afternoon almost the whole of Kamarpukur comes for the Kirtan. Through Dhani, the word was spread that Ramkrishna would go back to Dakshineswar, so no one wanted to miss this opportunity. As the courtyard is too small to hold the crowd, they shift to a nearby field. Several of the men have khols, two or three have violin, and a few others have flutes. The men sit on the ground in a group with Ramkrishna and the ladies sit on one side.

★★★

Answers with Explanation

1. (ক) মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,
আনন্দবাজার পত্রিকা, অ্যাচিভার্স
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০০১

বিষয়: অতিমারিতে কুসংস্কারের প্রভাব।

মহাশয়,

করোনা ভাইরাস সংক্রমণের বিপদ প্রকৃত এবং গভীর। ইতিমধ্যে ভারত সহ বহু দেশে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে। আক্রান্ত হয়েছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ, মৃতের সংখ্যাও কম নয়। শহর থেকে গ্রামে, এক দেশ থেকে আরেক দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এই ভাইরাস। আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে বিশ্ববাসীকে। এই আবহে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে কুসংস্কারের নানা কর্মকাণ্ড।

বিজ্ঞানমনস্কতা যখন তলানিতে গিয়ে ঠেকে তখন কুসংস্কারের পথই প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠে। অতিমারি থেকে বাঁচার উপায় নিয়ে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে দেখা গেছে নানা রকম মত, এই নানা মতই জন্ম দিয়েছে নানা বিভ্রান্তির। অ্যাচিভার্স

কোভিড-১৯ আসলে কোনো ভাইরাস নয়, পুরোটাই চিকিৎসা ব্যবস্থা সংক্রান্ত ব্যবসার কারণ– এমন মিথ্যা প্রচার করছেন অনেকে। করোনার মহৌষধ 'ভাবী জি পাঁপড়'। এই পাঁপড় খেলে শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হবে, যা করোনাকে প্রতিহত করবে-এমন দাবি কেউ করেছেন। কেউ বলেছেন— কোভিড কোনো রোগই নয়, আমাদের পাপের ফল। কেউ কেউ গো-মূত্রকে করোনার মহৌষধ বলে দাবি করছেন। এই ধরনের চিন্তাধারা দেশের জনস্বাস্থ্যে বিরাট ক্ষতি করছে। সর্বাগ্রে দেখতে হবে দেশের স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশ কী এবং বিশেষজ্ঞদের চিন্তাশীল মতামত কী। তার মধ্যেই নিহিত আছে অতিমারি থেকে বাঁচার প্রকৃত রাস্তা।

কুসংস্কারে আচ্ছন্ন না হয়ে রাজ্য-কেন্দ্র সরকার ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্বাস্থ্য-বিষয়ক নির্দেশিকাগুলি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে। টিকা গ্রহণ করতে হবে। অতীতেও অনেক কঠিন রোগের বিরুদ্ধে মানুষের জয় হয়েছে, এই মহাযুদ্ধেও আমাদের জয়ী হতে হবে। এই যুদ্ধে জয় সমগ্র মানবজাতীর কল্যাণের জন্য।

ধন্যবাদান্তে—

ক খ গ

৮ অক্টোবর, ২০২১

১. (খ) মাননীয় সম্পাদক মহাশয়, অ্যাচিভার্স

আনন্দবাজার পত্রিকা,

৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,

কলকাতা- ৭০০০০১

বিষয়: ধর্মের মাহাত্ম্য ও ধর্মান্ধতার বিষ।

মহাশয়, অ্যাচিভার্স

মানবপ্রেম ও সকল মানুষের কল্যাণ সাধনই হল সকল ধর্মের মূল কথা। ধর্ম হল মানুষের মধ্যে থাকা দেবত্বের বিকাশ। ধর্ম ব্যক্তির মধ্যে মনুষত্ব বোধকে জাগ্রত করে, সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষায় সাহায্য করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— 'ধর্ম নহে সম্পদের হেতু, নহে তা সুখের ক্ষুদ্র সেতু; ধর্মেই ধর্মের শেষ।' কেননা ধর্মের দৃষ্টি ব্যাপক ও গভীর। মানুষের কল্যাণে জন্য যে ধর্ম তা নিয়ে সাম্প্রদায়িকতা, রাজনীতি, মতভেদ আজ সর্বত্র। যুগে যুগে মহাপুরুষেরা ধর্মের মাহাত্ম্যকে প্রচার করে গেছেন কিন্তু তাদের নির্দেশ অমান্য করে এবং ধর্মের অপব্যাখ্যার ফলে আজকের সমাজ ভয়ঙ্কর বিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার পাঁকে ডুবে যাচ্ছে, গ্রাস করছে ধর্মান্ধতা, সকল ধর্মের ভিতর মাথা চাড়া দিচ্ছে মৌলবাদীরা। ধর্মকে বিকৃত করে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বাড়ছে অত্যাচার, অশান্তি, দাঙ্গা, হানাহানি, রক্তপাত।

ধর্মের সার কথাটি অনুভব করার অক্ষমতা থেকেই জন্ম হয় ধর্মান্ধতার। নিজের ধর্মকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসানোর উদ্দেশ্যে, অন্যের ধর্মকে, নিজের ধর্মের সাথে তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ইচ্ছে এবং তার কারণে অন্যের ধর্মকে তাচ্ছিল্য করার জায়গা থেকেই জন্ম নেয় ধর্মান্ধতা। অযৌক্তিক, একগুঁয়ে ও অন্ধভাবে ধর্মমতগুলো মেনে নেওয়ার ফলে তৈরি হয় নানা বির্তক। মৌলবাদী ও ধর্মান্ধতা মাথাচাড়া দিলে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের বিষবাষ্পে কুলষিত হবে দেশ, বলি হবে সাধারণ মানুষ। থমকে যাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের রথ। তাই প্রয়োজন মৌলবাদ ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন, সংবাদ মাধ্যমের সদর্থক ভূমিকা ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সক্রিয়তা। তবেই দেশ থেকে নির্মূল হবে সমস্ত সংকীর্ণতা। অ্যাচিভার্স

ধন্যবাদান্তে—

ক খ গ

৯ অক্টোবর, ২০২১

১. (গ) মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

আনন্দবাজার পত্রিকা,

৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,

কলকাতা - ৭০০০০১

বিষয়: মাতৃভাষা হোক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

মহাশয়, অ্যাচিভার্স

মাতৃভাষায় কথোপকথনে বা লেখালেখির ব্যাপারে মানুষ যতটা সাবলীল তা অন্য ভাষায় হয় না। মাতৃভাষায় মনের ভাব যত সহজে প্রকাশ করা সম্ভব অন্য কোনো ভাষায় তা সম্ভব নয়। জ্ঞান বিদ্যাচর্চায় মাতৃভাষার গুরুত্ব সর্বাধিক। শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তুলতে হলে আমাদের বিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষাটা মাতৃভাষার মাধ্যমে হওয়া দরকার। বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষয়ের বই মাতৃভাষায় লিখিত ও অনুদিত হলে ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র অনেক বেশি প্রসারিত হবে। দেশের অন্যান্য রাজ্যের দিকে তাকালে দেখা যাবে সেখানে মাতৃভাষার প্রাধান্যই সবচেয়ে বেশি। পরিতাপের বিষয় আমাদের পশ্চিমবঙ্গে মাতৃভাষা অনেকাংশে উপেক্ষিত। অ্যাচিভার্স

সাধারণ শিক্ষার জন্য শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষাই যথেষ্ট কিন্তু আমাদের দেশে একমাত্র মাতৃভাষাই সর্বশিক্ষার উপযুক্ত বাহন হতে পারে না। কারণ বিজ্ঞান ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। অস্বীকার করলে— দেশের উন্নতির পথ রুদ্ধ হবে, ভারত বিশ্ব সভার আসন থেকে বঞ্চিত হবে। প্রশাসনিক কাজকর্ম চালানোর ক্ষেত্রে মাতৃভাষা ব্যবহার পরিভাষাজনিত সমস্যা আছে তবুও সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে তা এতদিন কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হত। সর্বোপরি আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের

কারণে মাতৃভাষা ব্যবহার ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়েছে। যে কারণে কালবিলম্ব না করে মাতৃভাষার যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে সর্বক্ষেত্রেই মাতৃভাষার ব্যাপক প্রচলন বাঞ্ছনীয়। তাতে শিক্ষা বিস্তারের পথ যেমন প্রশস্ত হবে তেমনি নতুন প্রজন্ম পাবে প্রকৃত পথের সন্ধান।

ধন্যবাদান্তে—

ক খ গ

৫ অক্টোবর, ২০২১

২. **অনলাইন শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা** অ্যাচিভার্স

মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ হল শিক্ষা। এই বিকাশ যত ত্বরান্বিত হবে দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি তত উন্নত হবে। আজ স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পরেও সমগ্র জনমানসের একটা বড় অংশ অশিক্ষা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে পৃথিবীর অর্থনীতিতে ও সমাজে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, তেমনি এমন এক প্রেক্ষাপটে এশিয়া, ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ সারা বিশ্বে থাবা বসিয়েছে মারণ রোগের আতঙ্ক। এমন পরিস্থিতিতে মানুষের জীবন-জীবিকা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ বন্ধ করে রাখা হয়েছে। এমন অবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান আরোহণের রাস্তা কার্যত বন্ধ। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অনলাইন মাধ্যমকেই শিক্ষা গ্রহণে মাধ্যম হিসাবে ভাবতে হচ্ছে। অ্যাচিভার্স

অতিমারির আবহে দীর্ঘদিন ধরে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিষ্ঠানে যেতে পারছে না, প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার কারণে। সেখানে অনলাইন পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের কাজ ছাড়া আর কোনো গতন্তর নেই। তাও সামগ্রিকভাবে সম্ভব হয়নি। আমাদের দেশে স্কুল বন্ধ থাকায় প্রায় ৩২ কোটি ছাত্রছাত্রী আপাতত গৃহবন্দি। এ নিয়ে সরকারের দীর্ঘস্থায়ী কোনো পরিকল্পনা নেই। ইন্টারনেটের সুবিধা সর্বত্র সমান নয়, তাই অনলাইন শিক্ষার সুবিধা সকলেই পাবে না। উচ্চবিত্তরা লাভবান হলেও সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাবে শিক্ষা ব্যবস্থা। বাড়বে শিশুশ্রমিক ও বেকারত্ব। সকলের কাছে শিক্ষা না পৌঁছালে সমাজে সৃষ্টি হবে বৈষম্য। তাই অনলাইন শিক্ষা পদ্ধতিকে আপামর ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দিতে হলে চাই সর্বাগ্রে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন। অ্যাচিভার্স

মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের নামই পরীক্ষা। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের সামনা সামনি আলোচনায় যতটা শিক্ষার ব্যাপ্তি ও বিস্তার ঘটে অনলাইনে কম্পিউটারের পর্দায় বা মুঠোফোন সরাসরি যোগাযোগ, আলোচনা, মেলামেশা, হাতে কলমে শিক্ষা, ভালোলাগা, মন্দলাগা অনুধাবন করাও অনুসন্ধিৎসু মনের প্রকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। সমাজের উন্নতির জন্য ভাবনা, দশ জনের হিতার্থে চিন্তার জন্ম ঘরকুনো শিক্ষায় সম্ভব নয়। বর্তমানে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। এমন অবস্থায় অনলাইন মাধ্যমকে শিক্ষা প্রসারের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার বিকল্প নেই। যান্ত্রিক পরিবেশ হলেও এই মাধ্যমে শিক্ষার পরিবেশ অন্তত সচল থাকে। জ্ঞানের বাতায়নটুকু যেন উন্মুক্ত থাকে। স্থিতিশীল পরিবেশের অপেক্ষায় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণ বন্ধ না করা। অনলাইনে পড়াশোনা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে মানুষ একা হয়ে পড়বে। কোনো গঠনমূলক সৃষ্টিশীল কাজ সম্ভবপর হবে না।

অ্যাচিভার্স

৩. **বাবু মাহাত্ম্য**

মাতৃভাষায় নিরাসক্ত, পরভাষা মুখাপেক্ষি বাগ্মী, দুর্বল শরীর বিশিষ্ট সযোগ সন্ধানী ব্যক্তিমাত্রই বাবু। সুঠাম হস্ত না হলেও বেতন গ্রহণে সচেতন, লাঞ্ছনা সহ্যকারী অসৎপন্থা অবলম্বনকারী, উদ্দেশ্যহীন উপার্জন ও সঞ্চয়ে আগ্রহী ব্যক্তিরাই বাবু।

৪. বোধ পরীক্ষা অ্যাচিভার্স

(ক) মালয় শব্দ গেটাহ পার্চা, যার অর্থ পার্চা গাছ হতে প্রাপ্ত আঠা। প্যালাকুইয়ানগাটা প্রজাতির গাছ হতে প্রাপ্ত তরুক্ষিরকেই বলে গাটা পার্চা।

মানুষ এগিয়ে চলেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হাত ধরে। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ ও গতির সঞ্চার করেছে। মানুষের স্বাচ্ছন্দের সমস্ত উপকরণ লুকিয়ে রয়েছে প্রকৃতির মধ্যে, তাই মানুষ বিকল্পের সন্ধান করতে শিখেছে। ফলে ব্যবহারিক জীবনে কিংবা নিত্য নৈমিত্তিক কাজে বিজ্ঞানের অবদানকে গ্রহণ করতে লাগল মানুষ। প্রাত্যহিক জীবনে ফাউন্টেন পেন, চিরুনি, চশমার ফ্রেম সহ বহু বস্তুর সাহায্য ছাড়া মানুষ চলতে পারে না। আবার জলকে প্রতিহত করার বার্নিশ, বৈদ্যুতিক তারের আবরণ ও চিকিৎসা পরিষেবায় গাটা পার্চার পাত ব্যবহৃত হয়। একজন মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের বহু ক্ষেত্রে গাটা পার্চার উপকারিতা পরিলক্ষিত হয়। অ্যাচিভার্স

(খ) নাইট্রিক অ্যাসিড, তুলা, কাপফোরকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তাপ প্রয়োগের ফলে সৃষ্ট করা হয় সেলুলয়েড।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অ্যাসিটেট ফিল্মগুলিতে এবং ফটোগ্রাফি চলচ্চিত্রগুলি সেলুলয়েড দিয়ে তৈরি হত, এছাড়া গহনার বাক্স, সস্তার গহনা, জলের জিনিস পত্রও তৈরি করা হত। কাঁচের মতো স্বচ্ছ, হস্তি দন্তের সাথে সাদৃশ্য সম্পন্ন সেলুলয়েড দিয়ে ড্রেসিং টেবিল সেট, পুতুল, ছবির ফ্রেম, ঝর্না কলম, নানা জিনিসের হ্যান্ডেল, রান্নাঘরের বিভিন্ন উপকরণ, বোতাম, মোটর গাড়ির জানালা, চিরুনি, হারমোনিয়ামের চাবি এবং গিটারের জন্য ব্যবহার করা হয়। সভ্যতার অগ্রগতিতে বিজ্ঞানের অবদান সর্বজনবিদিত। বিজ্ঞানমনস্কতা ও উদ্ভাবনী শক্তির ফলে মানব সভ্যতায়

এসেছে যুগান্তর। বিজ্ঞানের অসামান্য অবদানের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে মানুষ সেলুলয়েডকে মানব কল্যাণের বিবিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছে। অ্যাচিভার্স

(গ) রবারের সাথে গন্ধক মিশিয়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ইবনাইট বা ভলকানাইট প্রস্তুত করা হয়। ফাউন্টেন পেন, চিরুনি প্রভৃতি জিনিস তৈরির কাজে ব্যবহৃত ইবনাইট মূলত অস্বচ্ছ পদার্থ। রবার থেকে প্রস্তুত কাছিমের খোলার মতো পদার্থ হল ইবনাইট বা ভলকানাইট, যাকে বাংলায় কাচকড়া বলা হয়। অ্যাচিভার্স

(ঘ) আধুনিক যুগে উত্তরণের প্রধান হাতিয়ার হল বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার মানুষকে আধুনিক জীবন বোধে পৌঁছে দিয়েছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞান তার জয়যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। বিজ্ঞানের সত্য হল যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে কার্যকারণ পরম্পরায় প্রমাণিত সত্য। এই সত্যে বিশ্বাসী মানুষই বিজ্ঞানমনস্ক। আধুনিক যুক্তিশীল, প্রগতিশীল মনন কার্যকারণ সত্য প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত প্রাণ তারাই বৈজ্ঞানিক। বৈজ্ঞানিকরা কখনোই ভ্রান্ত ধারণার বসবর্তী হয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় না, তাই বৈজ্ঞানিক নামে একটা মোহিনী শক্তি আছে। কিন্তু এই শক্তির অপপ্রয়োগের ফলে অগ্রগতির যুগেও মানুষের মনে বলিষ্টতার অভাব দেখা দেয়, প্রচলিত বিশ্বাস ও নিয়ম নীতিকে আঁকড়ে ধরে, ফলে সবকিছুকে যাচাই করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলে, তৈরি হয় আত্মবিশ্বাসহীনতা। নীতিবোধ থেকে সরে গেলে পারিপার্শিক পরিবেশে অসুন্দরতা বিরাজ করে।

৫. বঙ্গানুবাদ— অ্যাচিভার্স

ওইদিন দুপুরে প্রায় সমগ্র কামারপুকুর কীর্তনের জন্য আসে। ধানির মাধ্যমে এই কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যে রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাবেন, তাই কেউ এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চায়নি। উঠানটি ভীড় ধরে রাখার জন্য খুব ছোট হওয়ায় তারা নিকটবর্তী একটি মাঠে স্থানান্তরিত হয়। পুরুষদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের ঢাক, দুই বা তিনজনের কাছে বেহালা এবং কয়েকজনের বাঁশি আছে। পুরুষরা রামকৃষ্ণের সাথে একটি দলে মাটিতে বসে ছিল এবং মহিলারা ছিল এক পাশে বসে। অ্যাচিভার্স

———★★★———